The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে আনিসুজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গির মানচিত্রায়ন

[From Primary to University: Mapping Anisuzzaman's Perspectives on Bangladesh's Education System]

Md. Jakaria Hossen
PhD Fellow, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 02 March 2025
Received in revised: 22 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Educational System and policy, Rural and urban education, Disparity between primary and higher education, Education in mother tongue Educational quality, Exam corruption

ABSTRACT

Dr. Anisuzzaman an academic of Bengali literature is also one of Bangladesh's education policy experts. He served in two important commissions and committees related to education reform in Bangladesh namely Kudrat-E-Khuda Education Commission and Shamsul Haque Education Committee. As a national and emeritus professor with life long teaching experience he has some fundamental thoughts and personal observations about the education system of the country. These thoughts and observations are reflected in his various writings. Specially some of the major problems and contemporary crisis of Bangladesh's education sector have been highlighted. Discussing inequality in education, he illustrated the interrelationship of education and socio-economic system as well as the disparity in education between rural and urban areas. He criticized the higher expenditure on higher education than on primary education and emphasized on introducing education in mother tongue rather than English or second language. Anisuzzaman also criticized University education system, recruitment of teachers and mentioned the issue of examination corruption as a major failure area in Bangladesh. It is necessary to look back and analyze these thoughts of Anisuzzaman about various problems in the education sector of Bangladesh to advance education in the 21st century. In that case, no research work is observed on Anisuzzaman's educational thought. As a result, when this research work is completed, Anisuzzaman's thoughts regarding the education system of Bangladesh will be revealed to the reader and his suggestions and recommendations will play a helpful role in decision-making in the related field.

১. ভূমিকা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে যে কজন মৌলিক চিন্তাবিদ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) অগ্রগণ্য। তাঁর অনন্য অবস্থান হলো, তিনি কেবল শিক্ষাব্যবস্থার তাত্ত্বিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং ১৯৭২ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৯৭ সালে শামসুল হক শিক্ষা কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী কাঠামোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষকতা এবং ইমেরিটাস অধ্যাপকের দায়িত্ব পালনের ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলো তিনি কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "চল্লিশ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সূত্রে এবং একজন নাগরিক হিসেবে আমি আগ্রহ, কৌতূহল ও উদ্বেগ নিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অবলোকন করেছি"।[১] তাঁর এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতায়; যা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র বুঝতে সাহায্য করে। বর্তমান গবেষণায় ড. আনিসুজ্জামানের শিক্ষাবিষয়ক বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে একটি সুসংহত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত গবেষণা যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, সেখানে এই অংশে আনিসুজ্জামানের চিন্তার আলোকে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতির যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা উন্মোচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দের অসঙ্গতি, মাতৃভাষার প্রাসঙ্গিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সংকটগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা

আনিসুজ্জামানের দৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা দুর্বল থাকলে উচ্চশিক্ষা বা অন্য কোনো স্তরের উৎকর্ষ টেকসই হতে পারে না। তিনি উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ।[২] তাঁর মতে, "শিক্ষাব্যবস্থাটা হওয়া উচিত পিরামিডের মতো। এর ভিত্তিটা চওড়া হবে। উচ্চশিক্ষা হবে তার চূড়া।"[৩] শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সাথে তুলনা করলে প্রাথমিক শিক্ষা হলো তার মূল ভিত্তি, যা মজবুত না হলে চূড়া দুর্বল হয়ে পড়বে।

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে আশাবাদী ছিলেন, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে তিনি গর্ব করার মতো একটি সাফল্য হিসেবে দেখেছেন।[৪] তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার পক্ষে ছিলেন এবং একে কর্মমুখী শিক্ষার সাথে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন।[৫] তবে এই প্রসারের পাশাপাশি তিনি এর কিছু সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরেছেন। তিনি সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার হিসেবকে অতিরঞ্জন বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপ্তি ও সাফল্যের যে চিত্র দেখানো হয়, তার সাথে বাস্তবতার ফারাক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

আনিসুজ্জামান শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রশংসা করেননি, বরং এর পেছনের সংকটগুলোও চিহ্নিত করেছেন। তিনি উচ্চশিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান এক সাক্ষাৎকারে বলছেন,

> সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সামনে একটা প্রশ্ন থাকে শিক্ষাখাতে যে অল্প বরাদ্দ এ দিয়ে তারা কী করবে? তারা কি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা দেবে নাকি উচ্চশিক্ষার উপর জোর দেবে? আমরা ঔপনিবেশিক আমলের মতই রয়ে গেছি প্রায়।[৭]

আনিসুজ্জামানের মতে, উচ্চশিক্ষায় বেশি ব্যয় এবং প্রাথমিকে কম ব্যয় করা শিক্ষানীতির একটি বড় ত্রুটি।[৮] এছাড়াও, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পেছনে অসাম্য ও দারিদ্র্যপীড়িত সামাজিক কাঠামো এবং আর্থিক অসঙ্গতি ও বেকারত্বকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

> যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের বেশিরভাগ বছর না পেরুতে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করে আশি শতাংশ। কেন এমন হয়, তা আমাদের অজানা নয়। সমীক্ষকেরাও বলেছেন, এর কারণ আমাদের অসাম্য ও দারিদ্র পীড়িত সামাজিক কাঠামোতে নিহিত।[৯]

আনিসুজ্জামান শিক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নিয়েও সরব ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তিনি শিশুদেরকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে বই পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[১০] এটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি মুখস্থনির্ভরতার পরিবর্তে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন। একই সাথে, তিনি প্রাথমিকে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। 'আজকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়েছে, কিন্তু দেখা যাবে যে, উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি'।[১১] যা শিক্ষার মান কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি স্কুলগুলোতে সমন্বিত ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন । তাঁর মতে,

> আমরা কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ভেবেছিলাম নীতিশিক্ষা বলে যদি একটা কিছু চালু করা যায় তাহলে সবাই পড়তে পারে। তারপরে যখন মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মত হলেন যে শিক্ষা জীবনের প্রথম আট বছর একই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে যদি ধর্ম শিক্ষা সকলকে দেয়া হয় তখন এই আপোসটা করা হয়। তখন আমরা বললাম যে– বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিল তাঁরা বললেন যে– সাধারণ শিক্ষা-মাদ্রাসা শিক্ষার ভাগটাই যদি উঠে যায় তাহলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হব, তাতে ধর্মশিক্ষা দিলে ক্ষতি হবে না।[১২]

আনিসুজ্জামান শুধুমাত্র সমস্যা চিহ্নিত করেননি, বরং সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দিয়েছেন।[১৩] তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো হলে শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হবে, যা ভবিষ্যতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সুফল বয়ে আনবে।

আনিসুজ্জামানের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবল একটি শিক্ষাস্তর হিসেবে দেখলে চলবে না, বরং এটিকে জাতিগঠনে দীর্ঘমেয়াদি একটি বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো প্রমাণ করে যে, সংখ্যাগত প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষার মান, উপযুক্ত শিক্ষক এবং পাঠদান পদ্ধতির ওপর মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য।

৩. উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গ

আনিসুজ্জামানের দৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষা কেবল ডিগ্রি অর্জনের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি জ্ঞান সৃষ্টি, সৎ ও মানবিক নাগরিক তৈরি এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি প্রক্রিয়া। এই আলোচনায় আমরা প্রথমে আনিসুজ্জামানের ভাবনায় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, এরপর এর প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র এবং সবশেষে উচ্চশিক্ষার মান অবক্ষয়ের কারণ ও সমাধানের উপায়গুলো তুলে ধরেছি।

একটি আদর্শ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র আনিসুজ্জামানের লেখায় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেবল পাঠদান এবং পাঠগ্রহণ নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান সৃষ্টি এবং নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনের ক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার জন্য প্রধান চাহিদা হচ্ছে গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতা।[১৪] এছাড়া তিনি মনে করতেন, উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এমন শিক্ষার্থী তৈরি করা, যারা ভালোর পক্ষে এবং মন্দের বিপক্ষে দাঁড়ানোর নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করবে।[১৫] ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ মেধাবীদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে, তবে তা যেন কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ব্যাহত না হয়।

আনিসুজ্জামানের কাছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল সহযাত্রার। ফলে তিনি তাঁর সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন,

> আমরা যখন শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলাম তখন উচ্চশিক্ষা অঙ্গনের পরিবেশ আজকের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটা গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা তখন সম্ভবপর হতো। ছাত্র ও শিক্ষকদের অনুপাত খুব অনুকূল ছিল। ক্লাসে ও বাইরে শিক্ষকেরা ছাত্রদের সময় দিতে প্রস্তুত থাকতেন, তাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই পড়তে দিতেন এবং ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। অনেক ছাত্র আমাদের সময় ফি দিতে পারছে না, কোনো না কোনো শিক্ষক তা দিয়ে দিয়েছেন। এ রকম একটি পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা কাজ করেছি।[১৬]

তবে ছাত্র-শিক্ষকের সেই সম্পর্কের অবনমন ঘটেছে। তাঁর মতে,

> কিন্তু মনে হয় যে এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের কিছু আর অবশিষ্ট নেই। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা খুবই যান্ত্রিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। শিক্ষককে দেখলে ছাত্র সালাম দেয় বটে; মন থেকে শ্রদ্ধা করেনা।[১৭]

ক্যাম্পাসগুলো এখন আর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, বরং কেবল ক্লাস করার জায়গায় পরিণত হয়েছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো শিক্ষকের সময় কমে যাওয়া। ক্লাসে কিংবা ক্লাসের বাইরে আগের চেয়ে শিক্ষকদের ছাত্রদের সময় দেওয়া কমে গিয়েছে।[১৮] অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব বা বাইরের কাজে ব্যস্ততার কারণে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না। অথচ শিক্ষক শুধু তথ্য সরবরাহকারী নন, বরং একজন পথপ্রদর্শক। এই সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার ফলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

আদর্শিক লক্ষ্যের পাশাপাশি আনিসুজ্জামান তাঁর লেখায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক, প্রাইভেট এবং জাতীয়– এই তিন ধারার বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। তবে এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাবিধ সংকটে জরাজীর্ণ। এসব চিত্র তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সবগুলোই গড়ে উঠেছে **১৯২১** সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে। তবে ছাত্র সংখ্যার বিস্ফোরণে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী চরিত্র প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। আবাসিক হলগুলো এখন পরিণত হয়েছে ছাত্রদের মেসে। প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ সেখানে শিথিল, শৃঙ্খলাও বিপর্যস্ত। হলগুলোর নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই, তাদের ঘিরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ প্রায় তিরোহিত। টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। ছাত্র শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও দুর্লভ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচে– কোনো একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করে নয়। এদের অনেকগুলো সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তবু দিনে দিনে তার সংখ্যা বাড়ছে। কারণ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিতের চাহিদা যত আছে, উচ্চশিক্ষার চাহিদা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। একই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রায় সোয়া দুই শ কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ছাত্রসংখ্যা সাত লাখের বেশি। অনেকে মনে করে উচ্চশিক্ষা লাভ তাদের অধিকার।[১৯]

এর ফলে কারিকুলাম, শিক্ষকতা এবং গবেষণা অবকাঠামোর মানে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনেক কলেজে সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। যে কারণে উচ্চশিক্ষার প্রসারণের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আনিসুজ্জামান উদ্বিগ্ন। তিনি বলছেন,

> উপযুক্ত শিক্ষক নেই, গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই নেই, যথাযথ গবেষণাগার নেই, তবু আমরা তেমন কলেজে অনার্স ও এম.এ. পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছি।[২০]

তিনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা নীতিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চশিক্ষায় তুলনামূলকভাবে বেশি সরকারি অর্থায়ন করা হয়। তাঁর মতে, 'যে-পরিমাণ ব্যয় করা দরকার ছিল তার চেয়ে রাষ্ট্র অনেক কম পরিমাণ বিনিয়োগ করে এবং কম বিনিয়োগের মধ্যে ছবিটি আবার এরকম যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ চলে যায় এবং নিম্নশিক্ষার ক্ষেত্রে কম।'[২১] শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল রেখে শুধু চূড়াকে শক্তিশালী করা হলে সেই উৎকর্ষ টেকসই হয় না।

আনিসুজ্জামানের বিশ্লেষণ অনুসারে, উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির পেছনে বেশ কিছু গভীর কারণ বিদ্যমান। তিনি ছাত্ররাজনীতির হানাহানি, শিক্ষক রাজনীতির দলীয়করণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহারকে উচ্চশিক্ষার মান কমার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ছাত্রদের অপরাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> আমাদের উচ্চশিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের হানাহানি একটা ভয়াবহ ব্যাপার। এটাকে আমি রাজনীতি বলতে রাজি নই, এটা একেবারে অপরাধমূলক কাজ। তবে সে কাজ যারা করে, তারা রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয় পেয়ে থাকে প্রায়ই। তবু এটা রাজনীতি নয়। ছাত্র রাজনীতি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না রাজনৈতিক দলকে ঠিক পথে চলতে প্রভাবান্বিত করবে।[২২]

সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার বদলে দলীয় দখলদারির রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট করছে। এই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষকরাও। নিজে শিক্ষক হিসেবে এ দায় তিনি নিজেও নিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য: 'আমরা শিক্ষকেরাও যেভাবে দলাদলি করছি, রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছি, সেটাও কি কম হতাশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক মত ও আদর্শ থাকা এক কথা, আর রাজনৈতিক দলের শর্তহীন লেজুড়বৃত্তি অন্য কথা।[২৩]

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান কমে যাওয়ার প্রধান কারণ মাতৃভাষার গুরুত্ব কম দেয়া। কেননা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার প্রধান মাধ্যম ইংরেজি। আনিসুজ্জামানের মতে, ' মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে শিক্ষার্থীর বোঝার যে সুবিধা হতো, বিদেশি ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করলে তা হয় না।'[২৪] ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়গত জ্ঞান বোঝার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুবাদের ওপর নির্ভর না করে মৌলিক বই লেখার ওপর জোর দিয়েছেন, যাতে দেশীয় প্রেক্ষাপট ও উদাহরণ ব্যবহার করে জ্ঞানচর্চা করা যায়।[২৫] এর ফলে উচ্চশিক্ষার নিম্নমুখী মান বৃদ্ধি পাবে।

উচ্চশিক্ষার মান অবক্ষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব। আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি যখন আবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন অনেক সময় এমন ব্যক্তি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন, যার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়, শিক্ষা বিষয়ে যার অনুরাগ খুবই কম।'[২৬] এই আলোচনায় তিনি আরো দুটি বিষয় উচ্চশিক্ষার মানের অবক্ষয় পেছনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ব্যবস্থায় গলদ থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারে না। দ্বিতীয়ত, গবেষণার উপকরণ ও তহবিলের সীমাবদ্ধতাও উচ্চশিক্ষার গুণগত মানকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আনিসুজ্জামানের চোখে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ বাড়লেও আবাসিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, শিক্ষকের সময় সংকট, নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব এবং দলীয় রাজনীতির প্রভাবে মানের চাপ দেখা দিয়েছে। তার মতে, একটি সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা তখনই গড়ে উঠবে যখন ভাষানীতির সঠিক ব্যবহার, মৌলিক গবেষণা, শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে .সুসম্পর্ক এবং ন্যায়সংগত ভর্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিত হবে। এই পথগুলো অনুসরণ করলে উচ্চশিক্ষা এমন মানুষ তৈরি করবে যারা ভালোকে সমর্থন করে এবং মন্দকে প্রতিরোধ করে– এটাই ছিল তাঁর স্থায়ী আকাঙ্ক্ষা।

৪. সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে

আনিসুজ্জামান তাঁর বিভিন্ন রচনায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা দুর্বলতা ও সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচিও বদলে যায়, এমনকি মন্ত্রী বদলালেও এই পরিবর্তন আসে।[২৭] এই প্রবণতার কারণে শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষার মান ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং এটি একটি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে।[২৮] তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের চেয়ে জিপিএ-৫ পাওয়ার মতো ভালো ফলের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, যার ফলে তারা 'শিক্ষার্থী' না হয়ে 'পরীক্ষার্থী'তে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন,

> শিক্ষাকে নামিয়ে আনা হয়েছে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মধ্যে। শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়ায় জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। যে স্কুলে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় ভালো করে, বলা হয় যে সেখানে ভালো শিক্ষা পাওয়া যায়।[২৯]

এই শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই পরীক্ষামুখী হয়ে উঠেছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকলের মতো দুর্নীতি এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষার ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তিনি বৈষম্য লক্ষ্য করেছেন। শহরে কম সংখ্যক লোক থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যয় সেখানে বেশি। তিনি বলেছেন যে, 'যে-দেশে শহরাঞ্চলে ১৫ শতাংশ লোক বাস করে, সে-দেশে শহরাঞ্চলে শিক্ষাখাতে ৭০ শতাংশ ব্যয় হয়।'[৩০] যা শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। এই বৈষম্য শিক্ষার মানকেও প্রভাবিত করে এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বাধা দেয়।

আনিসুজ্জামান শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের বিভাজনের একটি বড় কারণ হিসেবে দেখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে একাধিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে: মাদ্রাসা বা টোল জাতীয়, সাধারণ এবং ইংরেজি মাধ্যম।[৩১] তাঁর মতে, এই একাধিক শিক্ষাপদ্ধতি একটি সমাজে বিভাজন তৈরি করে, কারণ শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান নিয়ে বড় হয়। এটি সমাজের ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া তিনি শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এক ধরনের বিদেশমুখী মানসিকতার সমালোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে রেখে বিদেশে পড়াতে আগ্রহী। এই মানসিকতা দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি এক ধরনের অনাস্থা তৈরি করে, ফলে কেউ শিক্ষাদর্শনের কথা ভাবছে না শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার চায়।[৩২]

৫. উপসংহার

শিক্ষার এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আনিসুজ্জামান কিছু সুনির্দিষ্ট সমাধানের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাব্যবস্থা শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।[৩৩] তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন জরুরি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং জ্ঞানার্জন সহজ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র বাংলায় না থাকাকে তিনি একটি বড় সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩৪] শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। যদিও তিনি প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিকে আশাব্যঞ্জক বলেছেন। তবে একই সাথে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একই সাথে তিনি মেধাতালিকা তুলে দেওয়ার মতো কিছু বাস্তবধর্মী সংস্কারের কথা বলেছেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে একটি শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করা গেলে, উচ্চশিক্ষার গুণগত মানে মনোযোগ দিলে এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা গেলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ আনিসুজ্জামান, "বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা," এ. এন. রাশেদা সম্পা., *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা* (ঢাকা: শিক্ষাবার্তা, ২০২১), পৃ. ১২৮।

২ "উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলুন," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

৩ আনিসুজ্জামান, "শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত পিরামিডের মতো," প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ২০১৮।

৪ আনিসুজ্জামান, "এই মাটি, এই মানুষ," *মহামানবের সাগরতীরে* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ৮৬।

৫ এম আবদুল আলীম, "সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড," *আনিসুজ্জামান* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০২১), পৃ. ৮০।

৬ "বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য" *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৭ মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ নাসের সম্পা., *দীপ্রমনীষা* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ১০১।

৮ "বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৯ তদেব।

১০ এম আবদুল আলীম, *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২১), পৃ. ৪১৮।

১১ "শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে না," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

১২ *দীপ্রমনীষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।

১৩ "উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলুন," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

১৪ *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।

১৫ "সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড," *আনিসুজ্জামান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

১৬ *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৭ তদেব।

১৮ *দীপ্রমনীষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

১৯ "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা," *মহামানবের সাগরতীরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

২০ "বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা" *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

২১ তদেব।

২২ "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা," *মহামানবের সাগরতীরে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

২৩ তদেব।

২৪ তদেব।

[২৫] *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪।

[২৬] "বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

[২৭] "উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলুন," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

[২৮] *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

[২৯] *আনিসুজ্জামান বক্তৃতাসম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।

[৩০] "বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

[৩১] "বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে কিছু কথা," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

[৩২] আনিসুজ্জামান, "স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি," *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক* (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ২৬।

[৩৩] "বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য," *আনিসুজ্জামানের শিক্ষাচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

[৩৪] "স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি," *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।